জাতির পিতার নাম বিহীন বাংলাদেশ আমরা কল্পনা করতে পারি না -ডিসি

মেহেরপুর জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক ড. মোঃ মুনসুর আলম খান বলেন, জাতির পিতা এবং বাংলাদেশ অবিচ্ছেদ্য অংশ।জাতির পিতার নাম যেমন বাংলাদেশ থেকে মুছে ফেলা যায় না তেমনি জাতির পিতার নাম বিহীন বাংলাদেশ আমরা কল্পনা করতে পারি না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য যারা ভেঙেছে তাদের আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তি দেওয়া হবে।

শনিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ‘জাতির পিতার সম্মান, রাখবো মোরা অম্লান’ এ স্লোগানে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙার প্রতিবাদে মেহেরপুরের সরকারী কর্মকর্তাদের আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যবে ডিসি এ কথা বলেন।

জেলা প্রশাসক ড. মোঃ মুনসুর আলম খান এর সভাপতিত্বে মেহেরপুর জেলার দায়রা জজ এস এম আব্দুস সালাম, মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, সিভিল সার্জন ডা. মোঃ নাসির উদ্দিন, এবং মেহেরপুর জেলার প্রথম শ্রেণীর সকল কর্মকর্তাগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।এর আগে জেলা প্রশাসন কার্যলয় চত্বরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

শৈলকুপায় ৪র্থডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ উপলক্ষে সেমিনার

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ৪র্থডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ উপলক্ষে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয় শনিবার বেলা ১১ টায় এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শৈলকুপা উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়াম্যান নিলুফা ইয়াসমিন,বিশেষ অতিথি ছিলেন

সহকারী কমিশনার (ভূমি) পার্থ প্রতিম শীল, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদুন্নবি কালু, ওসি তদন্ত মোহসিন হোসেন প্রমুখ।সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজা। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে দিবসটি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বঙ্গবন্ধু’র ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে আলমডাঙ্গায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের র্যালি ও মানববন্ধন

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে “জাতির পিতার সম্মান, রাখবো মোরা অম্লান” এ স্লোগানকে সামনে রেখে ১২ ডিসেম্বর শনিবার সকাল ১১টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু’র ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে সরকারি কর্মকতা কর্মচারীদের র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত র্যালিতে আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের সর্বস্তরের সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও জনসাধারন বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠন অংশগ্রহন করে। এসময় র্যালী অংশগ্রহনকারী আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিটন আলি বলেন, যারা জাতির পিতার ভাস্কর্য ভেঙ্গেছে তাদের কোনোভাবেই ছাড় নয়। ভাস্কর্য ভাংচুর এবং বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য বিরোধীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসার গনদাবীকে সমর্থন জানাচ্ছি আমরা।

র্যালীতে আরো উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবির, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহীল কাফি, সমাজ সেবা অফিসার আফাজ উদ্দীন, মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আখি, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকছুরা জান্নাত, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আনিসুর রহমান,

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মর্তা সোহেল রানা, মহিলা তথ্য আপা স্নিগ্ধা দাস, বিআরডিবি কর্মকর্তা সাহেলা শারমিন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কৃষিবিদ গোলাম সারোয়ার মিঠু, কেন্দ্রীয় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নির্বাহি সদস্য শেখ শাফায়েতুর রহমান, জেলা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আহবায়ক আলাউদ্দিন প্রমূখ।
এছাড়া আলমডাঙ্গার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতাকর্মীগন ও উপস্থিত ছিলেন

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমাবেশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় সমাবেশ করেছে সরকারি কর্মকর্তা- কর্মচারীরা। ‘জাতির পিতার সম্মান, রাখবো মোরা অম্লান’ এ শ্লোগানে শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় ডিসি সাহিত্য মঞ্চে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সরকারি পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে জেলা ও দায়রা জজ মোহা. রবিউল ইসলাম, পুলিশ সুপার মো. জাহিদুল ইসলাম, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মিজানুর রহমানসহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তারা বক্ত্যব রাখেন।

তিন লাখ শিশুর টিকাদানের লক্ষ্য নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গায় হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল চত্বরে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।
সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক ও পৌর মেয়র ওবায়দুর রহমান চৌধুরীসহ স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় জানানো হয়, স্বাস্থ্য বিভাগীয় সহকারীদের কর্মবিরতীর কারণে প্রথম পর্যায়ে চার পৌরসভা এলাকার শিশুদের মাঝে হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করা হচ্ছে। এ কর্মসূচি আগামী ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। জেলায় ৯ মাস থেকে ১০ বছর বয়সী ২ লাখ ২৯ হাজার ৮২১ জন শিশুকে টিকা প্রদান করা হবে।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এমপি বলেন, স্বাস্থ্য সহকারীরা কর্মবিরতী প্রত্যাহার করে এ কর্মসূচি সফল করতে এগিয়ে আসবেন। তাঁরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করবে বলে আশা করি। এ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হতে পারে সেদিকে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।

চুয়াডাঙ্গায় করোনা আক্রান্ত হয়ে শতবর্ষি বৃদ্ধের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় করোনা আক্রান্ত হয়ে বরকত আলী জোয়ার্দ্দার (১০০) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালে মারা যান।

তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার নতিডাঙ্গা গ্রামের মৃত হারুণ মন্ডলের ছেলে।
চুয়াডাঙ্গা সদর সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) ডা. সাজিদ হোসেন বলেন, গত ১১ ডিসেম্বর তার শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এরপর থেকে তিনি হাসপাতালে করোনা ইউনিটের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শনিবার সকালে তার মৃত্যু হয়।

চুয়াডাঙ্গায় কিশোরকে শ্বাসরোধ করে হত্যা

চুয়াডাঙ্গায় অজ্ঞাত পরিচয়ে এক কিশোরকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে।

শনিবার সকালে সদর উপজেলার ছয়ঘরিয়া-বড়সলুয়া ঢমপুল মাঠের রাস্তার পাশ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ছয়ঘরিয়া-বড়সলুয়া রাস্তার পাশেই ঢমপুল মাঠ। ওই মাঠের রাস্তার পাশেই আখক্ষেত। তার পাশেই খোলা জমিতে এক কিশোরের বিবস্ত্র মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পথচারীরা পুলিশে খবর দেয়।

শনিবার সকাল ১০টার দিকে স্থানীয় সরোজগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশ প্রথমে খবর পেয়ে সেখানে যায়। ১২-১৩ বছর বয়সী কিশোরের গলায় কাপড় জড়ানো অবস্থায় ছিল। এ ছাড়া তার পরনের বস্ত্রটি খুলে পা পর্যন্ত নামানো ছিল।

ধারণা করা হচ্ছে গলায় কাপড় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধে ওই কিশোরকে হত্যা করা হয়েছে। তবে কী কারণে কেন এই বালককে হত্যা করা হয়েছে তার কিছুই বলতে পারছে না পুলিশ।

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ খান যুগান্তরকে বলেন, এক কিশোরের মরদেহ পড়ে আছে খবর পেয়ে বেলা ১১টার দিকে আমি

সেখানে যাই। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

তিনি বলেন, ওই কিশোরের গলায় কাপড় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে মর্মে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি। এটি একটি হত্যাকাণ্ড। এখন পর্যন্ত নিহত কিশোরের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তার পরনে গোলাপি রঙের ট্রাউজার ও গায়ে সাদা স্কুলড্রেসের মতো শার্ট ছিল।

গাংনীর বামুন্দি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এজিএম শামীম হুসাইনের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির গাংনীর বামুন্দি জোনাল অফিসের এজিএম শামীম হুসাইনের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছে চরগোয়াল গ্রামের কৃষক গোলাম হোসেনের ছেলে বুবেল হোসেন নামের এক ভুক্তভোগী। শনিবার দুপুরে গাংনী প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে ভুক্তভোগী সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে লিখিত অভিযোগ পাঠ করেন।

সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানাগেছে,গত ০৭/০৭/২০১৯ ইং তারিখে চরগোয়ালগ্রামে অগভীর নলকুপ স্থাপন ও বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার জন্য উপজেলা সেচ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩৭টি স্কীম এর অনুমোদন দেয়া হয়। যার মেয়াদ ছিল ০৬ (ছয়) মাস। উক্ত তারিখের মধ্যে চরগোয়ালগ্রামের কায়েমুদ্দিনের ছেলে শহিদুল ইসলাম উক্ত সংযোগ নিতে ব্যর্থ হওয়ায় অনুমোদন পত্রের শর্তানুযায়ী ০৬/০১/২০২০ ইং তারিখে তার স্কীমটি বাতিল বলে গন্য হয়।
ফলে আমার পিতা গোলাম হোসেন বিএডিসি উচ্চতর উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর কার্যালয়ে ২৬/০৮/২০২০ ইং তারিখে নতুন স্কীম নেয়ার আবেদন করেন। যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। প্রস্তুতি চলাকালে হঠাৎ করে প্রায় ২০ দিন পূর্বে স্কীম বাতিল হওয়া শহিদুল ইসলামকে তাড়াহুড়ো করে পল্লী বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা সেচ কমিটির সভাপতি গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর আমার পিতা গোলাম হোসেন একটি লিখিত অভিযোগ করেন। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিটির সেচ কমিটির বিএডিসির উপ-সহকারী

প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) শ্যামল হোসেনকে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। শ্যামল হোসেন ২৯/১১/২০২০ ইং তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ দেয়া সম্পুর্ণ সম্পুর্ণ অবৈধ বলে উল্লেখ করেছেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে সেচ কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ ০১/১২/২০২০ ইং তারিখে শহিদুল ইসলামের বিদ্যুৎ সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করার লিখিত নির্দেশ দেন।

কিন্ত অদ্যাবধি বিদ্যুৎ সংযোগটি বিচ্ছিন্ন না করে বামুন্দি পল্লী বিদ্যুৎ এজিএম শামীম হোসাইন বিভিন্ন ভাবে তালবাহানা করে চলেছেন। এ বিষয়ে দফায় দফায় উপজেলা সেচ কমিটির সভাপতি ও নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে বসেও পল্লী বিদ্যুৎ খোড়া যুক্তি দেখিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করছেন না। পল্লী বিদ্যুৎ এজিএম সংযোগটি বিচ্ছিন্ন না করায় অনৈতিক সুবিধা নিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন এলাকাবাসী। তবে গোলাম হোসেন এর একটি সঠিক তদন্তের দাবী জানিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষকে। সেচ কমিটির সিদ্বান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বামুন্দি জোনাল অফিসের এজিএম রয়েছেন বহাল তবিওতে। উপজেলা প্রশাসস ও বিএডিসি’র সিদ্ধান্ত তিনি কেনো উপেক্ষা করছেন এমন প্রশ্ন করা হলে এজিএম শামীম হুসাইস কোনো মন্তব্য করতে চাইনি। আকতারুজ্জামান
মেহেরপুর

কুষ্টিয়া মোবাইল ডিষ্টিবিউটর এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সেরা করদাতা অজয় সুরেকাকে

সংবর্ধনা

কুষ্টিয়া মোবাইল ডিষ্টিবিউটর এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সেরা করদাতা অজয় সুরেকাকে সংবর্ধনা
কুষ্টিয়া : জেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ মুল্য সংযোজন কর পরিশোধকারী হিসেবে কুষ্টিয়ার গ্রীণ এন্টারপ্রাইজের স্বত্তাধীকারী অজয় সুরেকা সেরা করদাতার সম্মাননাপত্র পাওয়ায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। শনিবার সকালে কুষ্টিয়া শহরের খেয়া রেস্তোরাঁয় মোবাইল ডিষ্টিবিউটর এ্যাসোসিয়েশন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি অজয় সুরেকাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
মোবাইল ডিষ্টিবিউটর এ্যাসোসিয়েশন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সহসভাপতি এএমএম রোকনুজ্জামান নান্টু,
সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হক আদলু, সাধারণ সদস্য মোঃ তৌহিদুর রহমান, ইমরান চৌধুরী সবুজ, রাজন কুমারসহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
সংবর্ধিত হয়ে কুষ্টিয়া জেলা পরিবেশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অজয় সুরেকা বলেন, আপনারা আজকে আমাকে যে সম্মান দিলেন তাতে আমি কৃতজ্ঞ। আসলে আমি নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনা করি। তাই ভ্যাট ট্যাক্স আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সকলকে নিয়ম মেনে ভ্যাট ট্যাক্স দিয়ে ব্যবসা পরিচালনার আহবান জানান তিনি।

হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন ২০২০ এর উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন ২০২০এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়।
সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ নাসির উদ্দিন হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন। এসময় মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল

হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, আর এম ডাঃ মোঃ মোখলেছুর রহমান, পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, ইপিআই সুপার আব্দুস সালাম উপস্থিত ছিলেন।
সিভিল সার্জন ডাক্তার মোঃ নাসির উদ্দিন বলেন ৯মাস থেকে ১০বছর পর্যন্ত সকল শিশুকে হাম-রুবেলা টিকা দেওয়া হবে। আজ ১২ই ডিসেম্বর থেকে আগামী ৬সপ্তাহ পর্যন্ত এই টিকাদান কার্যক্রম চলবে ।